ষষ্ঠ অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী জনৈক বিপ্রের শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বেশভূষা ও আচরণাদি-দর্শনে সন্দেহ-যুক্ত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে প্রশ্ন এবং শ্রীগৌরহরি-কর্তৃক শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা নিত্যা-নন্দের প্রতি ব্রাহ্মণের সন্দেহ-নিরাস ও বিধিনিষেধাতীত শ্রীনিত্যানন্দ ও অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-মহত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

যখন শ্রীধাম-নবদ্বীপে অভিন্ন-বলদেব শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু নানাপ্রকার লীলাবিলাস প্রকটন ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণে লোকাকর্ষণপূর্বক নানাবিধ অলঙ্কার, বিবিধ বেশভূষা এবং তাম্বূল, কূর্পর, চন্দনমাল্যাদি বিলাসদ্রব্য গ্রহণ করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন, তখন শ্রীগৌরসুন্দরের সহাধ্যায়ী নবদ্বীপস্থ জনৈক বিপ্রের নিত্যানন্দের ঐরূপ শাস্ত্রাতীত আচরণ ও বিলাসাদি-দর্শনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণের শ্রীচৈতন্যচরণে দৃঢ়া ভক্তি থাকিলেও উক্ত বিপ্র নিত্যানন্দপ্রভুর বিধিনিষেধাতীত আচরণে সন্দেহযুক্ত হইলেন। কোন সময় ব্রাহ্মণ নীলাচলে গমন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে নিভৃতে শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি নিজ-সন্দেহের কথা ব্যক্ত করিয়া কহিলেন যে, নিত্যানন্দকে সকলে 'সন্ন্যাসী' বলেন, সন্ন্যাসীর ধাতুদ্রব্য স্পর্শ নিষিদ্ধ, কিন্তু নিত্যানন্দ সর্বদা দেহে সোনা-রূপা মণিমুক্তা জড়িত করিয়া থাকেন, কাষায় কৌপীন ছাড়িয়া দিব্যপট্টবাস পরিধান করেন, দণ্ড ছাড়িয়া লৌহদণ্ড ধারণ করেন, সর্বদা শূদ্রের গৃহে অবস্থান ও ভোজনাদি করেন, তাঁহার আচারের কোনটাই শাস্ত্রের অনুযায়ী বলিয়া দৃষ্ট হয় না। যাঁহাকে সকল লোকে 'বড় লোক' বলিয়া বলেন, তাঁহাতে আশ্রমবিরুদ্ধাচার কেনই বা লক্ষিত হইবে?

মহাপ্রভু বিপ্রের সন্দেহ নিরাশ করিবার জন্য ভাগবতপ্রমাণ উল্লেখপূর্বক বলিলেন যে, যিনি উত্তম অধিকারী, তাঁহাতে প্রাকৃত দৃষ্টিতে যে সকল দোষ বলিয়া মনে হয়, তাহা দোষ নহে। কৃষ্ণচন্দ্র স্বরাট্ বস্তু, উত্তমাধিকারীর দেহে সেই স্বরাট্ বস্তু অনুক্ষণ অবস্থিত থাকিয়া বিহার করেন। সুতরাং উত্তমাধিকারীর সকল আচারই কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্যময়। ইহা একমাত্র অকৃত্রিম উত্তমাধিকারীতেই সম্ভব। রুদ্রই কালকূট পান করিয়া 'নীলকণ্ঠ' নাম ধারণ করিতে পারেন, অপরের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। উত্তমাধিকারীর অনুকরণ করিলে বিনাশ অনিবার্য। শ্রীল গৌরসুন্দর ভাগবতীয় দশম স্কন্ধের দুইটী শ্লোক প্রমাণ-স্বরূপ উল্লেখ করিলেন এবং অকৃত্রিম মহতের বাহ্য দুরাচার-দর্শনে আধ্যক্ষিক-বিচারে কোনও প্রকার কটাক্ষ মাত্র করিলেও কি রূপ ক্লেশ ভোগ ও পাপযোনি ভ্রমণ করিতে হয়, তাহার উদাহরণস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮৫ অধ্যায়ে একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। যখন সিদ্ধ ব্যক্তিগণও অপ্রাকৃত মহাভাগবত বৈষ্ণবের ব্যবহারের প্রতি পরিহাস করিয়া অশেষ ক্লেশে ও কর্মপাকে পতিত হন, তখন আর অসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে কা কথা? যে ব্যক্তি বিষ্ণুপূজা করেন, হরিনাম (?) গ্রহণ করেন, কিন্তু হরিভক্তকে নিন্দা করেন, তাঁহার সমস্ত পূজা ও নাম-গ্রহণাদির ছলনা নিরর্থক। আর যে ব্যক্তি ভগবানের ভক্তের প্রতি প্রীতিময়ী সেবায় নিযুক্ত, সেই ব্যক্তিই নিঃসংশয়িতরূপে কৃষ্ণসেবা লাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি কেবল বিষ্ণুপূজার ছলনা দেখায়, কিন্তু বৈষ্ণবপূজায় অনাদর করে, সে ব্যক্তি 'দাম্ভিক'। স্বরাট্ অভিন্ন বলদেব শ্রীনিত্যানন্দ-চরিত্র জীববুদ্ধির অগম্য, অচিন্ত্য এবং সর্ববিধি-নিষেধাতীত। অজ্ঞতাক্রমেও যদি কেহ সেই নিত্যানন্দের নিন্দা করে, সে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্তির সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াও তাহা হইতে চিরতরে ভ্রষ্ট হয়।

শ্রীগৌরসুন্দর এই সকল উপদেশ সকলের নিকট প্রচার করিবার জন্য বিপ্রকে সত্বরে নবদ্বীপে গমন করিতে বলিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন, নিত্যানন্দের প্রতি যে ব্যক্তি অকৈতব-প্রীতি করে, সে ব্যক্তিই সত্য সত্য আমার প্রতিও প্রীতি করিয়া থাকে। অভিন্নবলদেব শ্রীনিত্যানন্দ—স্বরাট্ পুরুষ; তিনি কখনও লোক-লোচনে যদি মদিরা পান এবং যবনীগ্রহণ করেন বলিয়াও প্রতিভাত হয়, তথাপি তিনি ব্রহ্মার নিত্য বন্দ্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য-শ্রবণে বিপ্রের সংশয়-মোচন হইল এবং শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে বিশ্বাস জন্মিল। বিপ্র নবদ্বীপে গমনপূর্বক সর্বাগ্রে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীচরণে অপরাধের কথা ব্যক্ত করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিলেন।

উপসংহারে ঠাকুর বৃন্দাবন বলিতেছেন যে, বিভিন্ন ভূমিকা হইতে বিভিন্ন প্রকার লোক নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে যাহাই উক্তি করুক না কেন, যে কোনও প্রকারে জীব যদি নিত্যানন্দ ও গৌরচন্দ্রের আশ্রিত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই গুরু-গৌরাঙ্গের আদরকারিসূত্রে ঠাকুরের বন্দ্য। 'নিত্যানন্দই আমার একমাত্র নিত্যপ্রভু, আমি জন্ম-জন্ম তাঁহার নিত্য কিঙ্কর। এই নিত্যানন্দকৈঙ্কর্যই আমি সকলের নিকট প্রার্থনা করি। শ্রীনিত্যানন্দের এরূপ মহিমা-সত্ত্বেও যে পাপী নিত্যানন্দের নিন্দা করে, সেই পাপীর মঙ্গল নিত্যানন্দ-ভৃত্যের পদাঘাত ব্যতীত অন্য কোনও প্রকারেই সম্ভব নহে।' পরিকরবৈশিষ্ট্যের সহিত শ্রীনিতাই-গৌরের সেবাভিলাষ করিয়া গ্রন্থকার অধ্যায়ের উপসংহার করিয়াছেন। (গৌঃ ভাঃ)

জয়কীর্তনমুখে মঙ্গলাচরণ—

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় প্রভুর যতেক ভক্তবৃন্দ।।১।।
হেনমতে মহাপ্রভু নিত্যানন্দচন্দ্র।
সর্ব-দাস-সহ করে কীর্তন-আনন্দ।।২।।

অভিন্ন-রোহিণী-নন্দন শ্রীনিত্যানন্দের লীলা-বিলাস ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণে লোকাকর্ষণ—

বৃন্দাবনমধ্যে যেন করিলেন লীলা।
সেইমত নিত্যানন্দস্বরূপের খেলা।।৩।।
অকৈতবরূপে সর্বজগতের প্রতি।
লওয়ায়েন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রতি-মতি।।৪।।
সঙ্গে পারিষদগণ—পরম উদ্দাম।
সর্ব নবদ্বীপে ভ্রমে' মহাজ্যোতির্ধাম।।৫।।

অবধূত-নিত্যানন্দের আচার-প্রচারে কাহারো সুখ, কাহারো অবিশ্বাস—

অলঙ্কার-মালায় পূর্ণিত কলেবর।
কর্পূর-তাম্বূল শোভে সুরঙ্গ অধর।।৬।।
দেখি' রাম-নিত্যানন্দপ্রভুর বিলাস।
কেহো সুখ পায়, কারো না জন্মে বিশ্বাস।।৭।।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী ও প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত জনৈক ব্রাহ্মণের অক্ষজ-নেত্রে শ্রীনিত্যানন্দ-আচরণ দর্শনে সন্দেহ—

সেই নবদ্বীপে এক আছেন ব্রাহ্মণ।
চৈতন্যের সঙ্গে তান পূর্ব অধ্যয়ন।।৮।।
নিত্যানন্দস্বরূপের দেখিয়া বিলাস।
চিত্তে কিছু তা'ন জন্মিয়াছে অবিশ্বাস।।৯।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

জগতের অধিকাংশ লোক ভুক্তি-মুক্তির ছলনায় আকৃষ্ট। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু জীবগণকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুবর্গের ছলনা প্রদর্শন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রচারিত শুদ্ধভক্তিতে অনুরাগী ও মতিমান্ করাইয়াছিলেন।।৪।।

চৈতন্যচন্দ্রেরে তা'র বড় দৃঢ়-ভক্তি।
নিত্যানন্দস্বরূপের না জানেন শক্তি।।১০।।
দৈবে সেই ব্রাহ্মণ গেলেন নীলাচলে।
তথাই আছেন কতদিন কুতূহলে।।১১।।
প্রতিদিন যায় বিপ্র শ্রীচৈতন্যের স্থানে।
পরম বিশ্বাস তা'ন প্রভুর চরণে।।১২।।

বিধি-নিষেধাতীত অপ্রাকৃত পরমহংসলীল অভিন্ন-বলদেব
শ্রীমন্ নিত্যানন্দের আশ্রমবিরোধী আচার-দর্শনে
মহাপ্রভুর নিকট ব্রাহ্মণের প্রশ্ন—

দৈবে এক দিন সেই ব্রাহ্মণ নিভৃতে।
চিত্তে ইচ্ছা করিলেন কিছু জিজ্ঞাসিতে।।১৩।
বিপ্র বলে,—"প্রভু, মোর এক নিবেদন।
করিমু তোমার স্থানে, যদি দেহ' মন।।১৪।।
মোরে যদি 'ভৃত্যে' হেন জ্ঞান থাকে মনে।
ইহার কারণ প্রভু কহ শ্রীবদনে।।১৫।।
নবদ্বীপে গিয়া নিত্যানন্দ-অবধূত।
কিছু ত' না বুঝোঁ মুঞি করেন কিরূপ।।১৬।।
সন্ন্যাস আশ্রম তা'ন বলে সর্বজন।
কর্পূর তাম্বুল সে ভোজন সর্বক্ষণ।।১৭।।
ধাতুদ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে।
সোনা রূপা মুক্তা সে তাঁহার কলেবরে।।১৮।।
কাষায় কৌপীন ছাড়ি' দিব্য পট্টবাস।
ধরেন চন্দন-মালা সদাই বিলাস।।১৯।।
দণ্ড ছাড়ি' লৌহদণ্ড ধরেন বা কেনে।
শূদ্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্বক্ষণে।।২০।।
শাস্ত্রমত মুঞি তা'ন না দেখোঁ আচার।
এতেকে মোহার চিত্তে সন্দেহ অপার।।২১।।
'বড়লোক' বলি' তাঁ'রে বলে সর্বজনে।
তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে।।২২।।

সুরঙ্গ—হিঙ্গুলবর্ণ, উত্তম রক্তবর্ণ।।৬।।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু জগদ্বাসীকে স্রগ্, গন্ধ, বাস ও অলঙ্কারসমূহ কৃষ্ণপ্রসাদবুদ্ধিতে গ্রহণ করিবার শিক্ষা প্রদান করায় তাঁহাকে মূঢ়জনগণ—'বিলাসপর' বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিল। তাহাতে তাঁহার প্রতি অনেকের শ্রদ্ধা ছিল না। আবার, যাঁহারা বুদ্ধিমান্, তাঁহারা হরিসম্বন্ধি বস্তুর পরিত্যাগকে 'ফল্গু-বৈরাগ্য' জানিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রচার্য-বিষয়ে আনন্দ লাভ করিতেন।।

বিধিশাস্ত্রমতে চতুর্থাশ্রমী স্রগ্গন্ধতাম্বূলাদি বিলাসসহচর বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু বর্তমানকালে অকালপক্ক অহঙ্কারী প্রাকৃতসহজিয়াগণ নির্বিবাদে প্রসাদগ্রহণের ছলনায় প্রচুর তাম্বূল ব্যবহার করে! এই প্রকার অনধিকারীর পরমহংসাচার গ্রহণ সর্বদা গর্হণীয় বলিয়া সাধারণ মূঢ় লোক পারমহংস্যধর্মের মূল আশ্রয় শ্রীনিত্যানন্দকেও 'বিবিক্ত' ও 'ধীরসন্ন্যাসী'-জ্ঞানে ভ্রমে পড়িয়াছিলেন।।১৭।।

প্রাকৃত-সহজিয়াগণ বলেন, বর্তমানকালে শ্রীরামকৃষ্ণদাস ধাতুদ্রব্য গ্রহণ না করিয়া তুর্যাশ্রমীর সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। ভক্ত-সন্ন্যাসীর শ্রীনিত্যানন্দের ন্যায় স্বর্ণরৌপ্য-ব্যবহার কর্তব্য নহে। বৈধ বিবিক্ত সন্ন্যাসীর আদর্শ উহাতে দোষযুক্ত হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই সত্য; কিন্তু অন্তরে পরমহংসাভিমান রাখিয়া বাহিরে যদি ধাতুদ্রব্যাদি গৃহীত না হয়, তাহা হইলে অন্তরে প্রতিষ্ঠাশা বিরাজ করে এবং লোক-প্রতারণাকল্পে তাদৃশ আচার হীনাধিকার-জ্ঞাপক মাত্র।

লোকে নিন্দা করিবে বলিয়া যাত্রা-মহোৎসব প্রভৃতিতে ধাতুদ্রব্য-গঠিত শোভাযাত্রা প্রভৃতি উঠাইয়া দিয়া ভগবানের সেবা-বিষয়ে দরিদ্রতা-দেখাইলে আধ্যক্ষিক পরোপকারি সম্প্রদায় বিপথগামী হইয়া "আরাধনানাং সর্বেষাং" শ্লোকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। আধুনিক-কালে কাষায়-কৌপীন পরিত্যাগপূর্বক রেশমী-বস্ত্র-ব্যবহার ও চন্দন-মালাদি-গ্রহণ যদি কোন ব্যক্তিকে বিপথগামী করিয়া তুলে, তাহা হইলে পরমহংসাচারের কপটতায় তাঁহার সর্বনাশ ঘটিবে। আর যদি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠাশা-রাহিত্য ক্রমে শ্রীপুণ্ডরীকবিদ্যানিধি শ্রীরামানন্দরায় ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আদর্শের কোন অংশ পরমহংসাচারে অবস্থিত ভক্তবরে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিয়া লইতে পারেন। ভাগ্যহীন ব্যক্তি বৈষ্ণবে প্রাকৃত দর্শনে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া ফেলে।।১৮।।

যদি মোরে 'ভৃত্য' হেন জ্ঞান থাকে মনে।
কি মর্ম ইহার? প্রভু, কহ শ্রীবদনে।।২৩।।
সুকৃতি ব্রাহ্মণ প্রশ্ন কৈল শুভক্ষণে।
অমায়ায় প্রভু তত্ত্ব কহিলেন তা'নে।।২৪।।

মহাপ্রভুর উত্তর—উত্তমাধিকারিজনের আচরণ অক্ষজজ্ঞানে বিচার্য নহে বা অন্যের অনুকরণীয় নহে—

শুনিঞা বিপ্রের বাক্য শ্রীগৌরসুন্দর।
হাসিয়া বিপ্রের প্রতি করিলা উত্তর।।২৫।।
"শুন বিপ্র, মহা-অধিকারী যেবা হয়।
তবে তা'ন দোষ-গুণ কিছু না জন্ময়।।২৬।।

শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণ—
(ভাঃ ১১।২০।৩৬)

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্।।২৭।।

পদ্মপত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল।
এইমত নিত্যানন্দস্বরূপ নির্মল।।২৮।।
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাহান শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র, সর্বদা বিহরে।।২৯।।
অধিকারী বই করে তাহান আচার।
দুঃখ পায় সেইজন, পাপ জন্মে তা'র।।৩০।।

কৌতূলাক্রান্ত আপাতদৃষ্টিসম্পন্ন বিপ্র শ্রীগৌরসুন্দরকে নিত্যানন্দের ক্রিয়াকলাপ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, 'সন্ন্যাসীর কর্তব্য দণ্ডধারণ; উহা না করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু লৌহদণ্ড ধারণ করিয়াছেন এবং অদর্শনীয় অস্পৃশ্যশূদ্রের সঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া তাহাদের সহিত অনেক সময় যাপন করিয়া থাকেন।' এই সকল শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচার তাঁহাতে পরিদৃষ্ট হওয়ায় শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার অভাব আছে, তজ্জন্য তিনি সন্দেহযুক্ত হইয়াছেন।।২০।।

তথ্য। তাম্বূলং বিধবা-স্ত্রীণাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্। সন্ন্যাসিনাঞ্চ গোমাংসসুরাতুল্যং শ্রুতৌ শ্রুতম্।। (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৮৩ অধ্যায়); অনিকেতস্থিতিরেব স ভিক্ষুর্হাটকাদীনাং নৈব পরিগ্রহেৎ।।(পরমহংসোপনিষৎ) গ্রামান্তে বৃক্ষমূলে বা বাসং দেবালয়েঽপি বা। ধৌতকাষায়বসনো ভস্মচ্ছন্নতনূরুহঃ।।(কূর্মপুরাণ, উপবিভাগ, ২৭ অধ্যায়) বিভৃয়াদ্যদ্যসৌ বাসঃ কৌপীনাচ্ছাদনং পরম্।(ভাঃ ৭।১৩।২) হিণ্ময়ানি পাত্রাণি কৃষ্ণায়সময়ানি চ। যতীনাং তান্যপাত্রাণি বর্জয়েৎ জ্ঞানিভিক্ষুকঃ।। যস্মাৎ ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন দৃষ্টঞ্চ স ব্রহ্মহা ভবেৎ। যস্মাৎ ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন স্পৃষ্টঞ্চ স পৌল্কশো ভবেৎ। যস্মাৎ ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন গ্রাহ্যঞ্চ স আত্মহা ভবেৎ।। (পরমহংসোপনিষদ্-টীকা); দণ্ডমাচ্ছাদনঞ্চ কৌপীনঞ্চ পরিগ্রহেৎ শেষং বিসৃজেৎ শেষং বিসৃজেৎ। (আরুণেয়োপনিষৎ); দণ্ডং কমণ্ডলুং রক্তবস্ত্রমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ। নিত্যং প্রবাসী নৈকত্র স সন্ন্যাসীতি কীর্তিতঃ।। শুদ্ধাচারদ্বিজান্নঞ্চ ভুংক্তে লোভাদিবর্জিতঃ।।(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড ৩৩ অধ্যায়)।।২১।।

এই প্রকার আপাতদর্শনে আচার-ভ্রষ্ট জ্ঞান, করিয়া ব্রাহ্মণের শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সম্বন্ধে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, উহা তাঁহার সৌভাগ্যের পরিচায়ক মাত্র।।২৪।।

শ্রীগৌরসুন্দর সেই সুকৃতিসম্পন্ন সন্দিগ্ধচিত্ত ব্রাহ্মণকে বলিলেন----আধ্যক্ষিক অধিকার অর্থাৎ আপাতদর্শন এক প্রকার, আর তাৎপর্যযুক্ত সুতীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রবেশ অন্য প্রকার। যাঁহারা অন্যাভিলাষ, কর্মজ্ঞানাদির আবরণ পরিত্যাগ করিয়া অনুকূলভাবে সর্বক্ষণ কৃষ্ণের অনুশীলন করেন, তাঁহাদের অধিকার ও তদিতর অপর পক্ষের অধিকারের মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে। প্রাকৃত জনগণ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের অধীন। অপ্রাকৃত প্রতীতিতে মায়িক দোষ ও গুণ প্রবেশ করিতে পারে না। পদ্মপত্র যেরূপ পারদ ও জলাদিতে আবদ্ধ করে না, তদ্রূপ কৃষ্ণভোগতাৎপর্যপর চিত্ত কখনই স্বভোগপর অমঙ্গলের আবাহন করে না।।২৬।।

অন্বয়। সাধূনাং (নিরস্তরাগাদীনাং) সমচিত্তানাং (সমদর্শিনাং) বুদ্ধেঃ (প্রকৃতেঃ) পরম্ (ঈশ্বরং) উপেয়ুষাং (প্রাপ্তানাং) ময়ি (ভগবতি) একান্তভক্তানাং (অতি অনুরক্তানাং) গুণদোসোদ্ভাবাঃ (বিহিতনিষিদ্ধকর্মভ্যঃ উদ্ভবঃ উৎপত্তির্যেষাং তে) গুণাঃ (পুণ্যপাপাদয়ঃ) ন (ভবন্তি)।।

অনুবাদ। যাঁহাদিগের কৃষ্ণেতর বস্তুতে আসক্তি প্রভৃতি অনর্থ বিদূরিত হইয়াছে, যাঁহারা স্থূল-লিঙ্গ-দেহদর্শন হইতে অতিক্রান্ত হইয়া প্রত্যেক জীবের আত্মদর্শন করায় সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়াছেন, যাঁহারা প্রকৃতির অতীত অধোক্ষজ-পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমাতে সেই একান্ত আসক্ত-ভক্তগণের বিধিনিষেধজনিত পাপপুণ্যের ফল ভোগ করিতে হয় না।।২৭।।

রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষ-পান।
সর্বথায় মরে, সর্বপুরাণ প্রমাণ।।৩১।।

(ভাঃ ১০।৩৩।২৯-৩০)

ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা।।৩২।।
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্।।৩৩।।

অকৃত্রিম মহতের বাহ্য-দুরাচার-দর্শনে আধ্যক্ষিক-বিচারে কটাক্ষ বিনাশের হেতু—

এতেকে যে না জানিঞা নিন্দে' তান কর্ম।
নিজ-দোষে সে-ই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম।।৩৪।।
গর্হিতো করয়ে যদি মহা-অধিকারী।
নিন্দার কি দায়, তাঁরে হাসিলেই মরি।।৩৫।।

ভাগবতোক্ত সেই সকল সিদ্ধান্ত বৈষ্ণব-গুরু কীর্তন করেন—

ভাগবত হইতে এ সব তত্ত্ব জানি।
তাহো যদি বৈষ্ণব-গুরুর মুখে শুনি।।৩৬।।

ভাগবতের দশম-স্কন্ধোক্ত দেবকীর গর্ভজাত ষট্-পুত্রের বিনাশ ও দণ্ডপ্রাপ্তি; ব্রহ্মার বাহ্য-দুরাচার-দর্শনে তৎপ্রতি কটাক্ষের দৃষ্টান্তই প্রমাণ—

মহান্তের আচরণে হাসিলে যে হয়।
চিত্ত দিয়া শুন ভাগবতে যেই কয়।।৩৭।।
এককালে রাম-কৃষ্ণ গেলেন পড়িতে।
বিদ্যা পূর্ণ করি' চিত্ত করিলা আসিতে।।৩৮।।
'কি দক্ষিণা দিব?' বলিলেন গুরু প্রতি।
তবে পত্নীসঙ্গে গুরু করিলা যুকতি।।৩৯।।
মৃত পুত্র মাগিলেন রাম-কৃষ্ণ-স্থানে।
তবে রাম-কৃষ্ণ গেলা যম-বিদ্যমানে।।৪০।।
আজ্ঞায় শিশুর সর্ব কর্ম ঘুচাইয়া।
যমালয় হৈতে পুত্র দিলেন আনিয়া।।৪১।।
পরম অদ্ভুত শুনি' এ সব আখ্যান।
দেবকীও মাগিলেন মৃত-পুত্র-দান।।৪২।।
দৈবে এক দিন রাম-কৃষ্ণে সম্বোধিয়া।
কহেন দেবকী অতি কাতর হইয়া।।৪৩।।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সর্বক্ষণ অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনে সংরত; সুতরাং কৃষ্ণ তাঁহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া যে সকল ক্রিয়াকলাপ করেন, তাহা কর্মফলবাধ্য জীবের আচরণের ন্যায় বিচারাধীন করা কর্তব্য নহে।।২৯।।

মৃত্যুঞ্জয় অনায়াসেই বিষভক্ষণ করিয়া নীলকণ্ঠ হইতে পারেন; কিন্তু অযোগ্য অনধিকারী জীবগণ উহা দেখিতে গিয়া তাঁহাকে আত্মতুল্য জ্ঞান করিলে অমঙ্গল-মধ্যে পতিত হইয়া আত্মবিনাশ সাধন করে। অগ্নি যে কোন বস্তু গ্রহণ করিয়া উহাকে যেরূপ ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ অপ্রাকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণ প্রাকৃত ধনাদি ব্যাপারসমূহ স্ব-ভোগে নিযুক্ত না করিয়া তদ্বিষয়ে উদাসীন থাকিতে পারেন।।৩১।।

অন্বয়। (তর্হি 'যদযদাচরতি শ্রেষ্ঠ' ইতি ন্যায়েন অন্যোঽপি কুর্যাদিত্যাশঙ্ক্য হ) অনীশ্বরঃ (দেহাদিপরতন্ত্রঃ) জাতু (কদাচিদপি) এতৎ (শাস্ত্রবিরুদ্ধং) মনসাপি ন সমাচরেৎ (আচরেৎ হি যতঃ মৌঢ্যাৎ (অজ্ঞত্বাৎ ঈশ্বরাভিমানাৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধং) আচরন্ বিনশ্যতি যথা অরুদ্রঃ (রুদ্রব্যতিরিক্তঃ অনীশ্বরঃ) অব্ধিজং বিষং (ভক্ষয়ন্ বিনশ্যতি)।।৩২।।

অনুবাদ। ঈশ্বর ব্যতীত এইরূপ আচরণ কেহ কখন মনের দ্বারা ও করিবেন না। রুদ্রভিন্ন অন্য কেহ সমুদ্রোত্থ-বিষ পান করিলে যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হ'ন, মূঢ়তাপ্রযুক্ত যদি কেহ ঈশ্বরলীলার অনুকরণ করে, সেও তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে।৩২।।

অন্বয়। (পরমেশ্বরং কৈমুতিকন্যায়েন পরিহর্তুং সামান্যতো মহতাং বৃত্তমাহ) হে নৃপ, ঈশ্বরাণাং (কর্মপারতন্ত্র্য-রহিতানাং সমর্থানাং) ধর্মব্যতিক্রমঃ (ধর্মমর্যাদোল্লঙ্ঘনং সাহসং দৃষ্টং) তৎ তেজীয়সাং (প্রজাপতীন্দ্রসোমবিশ্বামিত্রাদিনাং তচ্চ তেষাং তেজস্বিনাং) সর্বভুজঃ বহ্নেঃ যথা (তথা) দোষায় ন (ভবতি)।।৩৩।।

অনুবাদ। হে রাজন্, অগ্নি সর্বভুক্ হইয়াও যেরূপ দোষভাক্ হ'ন না, সমর্থবান্ তেজস্বী পুরুষদিগেরও সেইরূপ ধর্ম-মর্যাদালঙ্ঘন ও স্ত্রী-সন্দর্শনাদি দৃষ্ট হইলেও উহা দোষণীয় নহে।।৩৩।।

মহাভাগবত অধিকারী নিম্নাধিকারীর গর্হণযোগ্য নহেন। যে ব্যক্তি মহাভাগবতের কার্যে উপহাসাদি করে, তাহার সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। বৈষ্ণবগুরুর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলে এই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।।৩৫।।

'শুন শুন রামকৃষ্ণ যোগেশ্বরেশ্বর!
তুমি দুই আদি নিত্যশুদ্ধ কলেবর।।৪৪।।
সর্বজগতের পিতা—তুমি দুই-জন।
মুঞি জানোঁ তুমি-দুই পরম-কারণ।।৪৫।।
জগতের উৎপত্তি স্থিতি বা প্রলয়।
তোমার অংশের অংশ হৈতে সব হয়।।৪৬।।
তথাপিহ পৃথিবীর খণ্ডাইতে ভার।
হইয়াছ মোর পুত্ররূপে অবতার।।৪৭।।
যম-ঘর হৈতে যেন গুরুর নন্দন।
আনিঞা দক্ষিণা দিলে তুমি দুই জন।।৪৮।।
মোর ছয়পুত্র যে মরিল কংস হৈতে।
বড় চিত্ত হয় তাহা' সবারে দেখিতে।।৪৯।।
কত কাল গুরু-পুত্র আছিল মরিয়া।
তাহা যেন আনি' দিলা শক্তি প্রকাশিয়া।।৫০।।
এইমত আমারেও কর পূর্ণকাম।
আনি' দেহ' মোরে মৃত ছয় পুত্র দান।।'৫১।।
শুনি' জননীর বাক্য কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণ।
সেই ক্ষণে চলি' গেলা বলির ভবন।।৫২।।
নিজ-ইষ্ট-দেব দেখি' বলি মহারাজ।
মগ্ন হইলেন প্রেমানন্দ-সিন্ধু-মাঝ।।৫৩।।
গৃহ-পুত্র-দেহ-বিত্ত সকল বান্ধব।
সেইক্ষণে পাদপদ্মে আনি' দিলা সব।।৫৪।।
লোমহর্ষ অশ্রুপাত পুলক আনন্দে।
স্তুতি করে পাদ-পদ্ম ধরি' বলি কান্দে।।৫৫।।

'জয় জয় অনন্ত প্রকট সঙ্কর্ষণ।
জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র গোকুল-ভূষণ।।৫৬।।
জয় সখ্য গোপাচার্য হলধর রাম।
জয় জয় কৃষ্ণ-ভক্ত-ধন-মন-প্রাণ।।৫৭।।
যদ্যপিহ শুদ্ধসত্ত্ব দেব-ঋষিগণ।
তা' সবারো দুর্লভ তোমার দরশন।।৫৮।।
তথাপি হেন সে প্রভু, কারুণ্য তোমার।
তমোগুণ অসুরেও হও সাক্ষাৎকার।।৫৯।।
অতএব শত্রু-মিত্র নাহিক তোমাতে।
বেদেও কহেন, ইহা দেখিও সাক্ষাতে।।৬০।।
মারিতে যে আইল লইয়া বিষস্তন।
তাহারেও পাঠাইলা বৈকুণ্ঠভুবন।।৬১।।

ভগবান্ ও ভক্তের মহত্ত্ব অক্ষজ-জ্ঞানের অগম্য—

অতএব তোমার হৃদয় বুঝিবারে।
বেদে শাস্ত্রে যোগেশ্বর সবেও না পারে।।৬২।।
যোগেশ্বর-সব যাঁ'র মায়া নাহি জানে।
মুঞি পাপী অসুর বা জানিব কেমনে।।৬৩।।
এই কৃপা কর মোরে সর্বলোকনাথ!
গৃহ-অন্ধ-কূপে মোরে না করিহ পাত।।৬৪।।
তোর দুই পাদ-পদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া।
শান্ত হই বৃক্ষমূলে পড়ি' থাকোঁ গিয়া।।৬৫।।
তোমার দাসের সঙ্গে মোরে কর দাস।
আর যেন চিত্তে মোর না থাকয়ে আশ।।'৬৬।।

তথ্য। সাধূনাং সমচিত্তানামুপহাসং করোতি যঃ। দেবোবাপ্যথবা মর্ত্যঃ স বিজ্ঞেয়োঽধমাধমঃ।। (স্কান্দে মহেশ্বর খণ্ডে ১৭।১০৬)।।৩৫।।

তথ্য। ভাঃ ১০।৪৫।৩০—৪৬ দ্রষ্টব্য।।৩৮-৪১।।

তথ্য। ভাঃ ১০।৮৫।২৭—২৮ দ্রষ্টব্য।।৪২-৪৩।।

তথ্য। ভাঃ ১০।৮৫।৩০—৩৩ দ্রষ্টব্য।।৪৪-৫১।।

তথ্য। ভাঃ ১০।৮৫।৩৪—৩৮ দ্রষ্টব্য।।৫২-৫৫।।

ভগবদ্ভক্তগণের নিকট বাস ও প্রকৃত ভক্তগণের সেবা ব্যতীত মুক্তপুরুষগণের অন্য কোন আশা-ভরসা নাই। সম্প্রতি শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ এই কথা সুষ্ঠুভাবে বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা মঠ-মন্দিরাদিতে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সহিত বাস করিতেছেন।।৬৬।।

রাম-কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধরিয়া হৃদয়ে।
এই মত স্তুতি করে বলি-মহাশয়ে।।৬৭।।
ব্রহ্ম-লোক শিব-লোক যে চরণোদকে।
পবিত্র করিতেছেন ভাগীরথীরূপে।।৬৮।।
হেন পুণ্য-জল বলি গোষ্ঠীর সহিতে।
পান করে শিরে ধরে ভাগ্যোদয় হৈতে।।৬৯।।
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, অলঙ্কার।
পাদ-পদ্মে দিয়া বলি করে নমস্কার।।৭০।।
''আজ্ঞা কর 'প্রভু' মোরে শিখাও আপনে।
যদি মোরে ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে।।৭১।।

ভগবদাজ্ঞা-পালনকারীই বিধিনিষেধের পরপারে গমনে সমর্থ—

যে করয়ে প্রভু, আজ্ঞা-পালন তোমার।
সেই জন হয় বিধি-নিষেধের পার।।৭২।।
শুনিঞা বলির বাক্য প্রভু তুষ্ট হৈলা।
যে নিমিত্ত আগমন কহিতে লাগিলা।।৭৩।।
প্রভু বলে,—''শুন শুন বলি-মহাশয়!
যে নিমিত্তে আইলাঙ তোমার আলয়।।৭৪।।
আমার মা'য়ের ছয় পুত্র পাপী কংসে।
মারিলেক, সেই পাপে সেহ মৈল শেষে।।৭৫।।
নিরবধি সেই পুত্র-শোক সঙরিয়া।
কান্দেন দেবকী-মাতা দুঃখিতা হইয়া।।৭৬।।
তোমার নিকটে আছে সেই ছয় জন।
তাহা নিব জননীর সন্তোষ কারণ।।৭৭।।

ব্রহ্মার পৌত্রষট্‌কের শাপভ্রষ্ট হইয়া অসুর-যোনিতে জন্মগ্রহণ—

সে সব ব্রহ্মার পৌত্র সিদ্ধ দেবগণ।
তা'-সবার এত দঃখ শুন যে-কারণ।।৭৮।।
প্রজাপতি মরীচি—যে ব্রহ্মার নন্দন।
পূর্বে তা'ন পুত্র ছিল এই ছয়জন।।৭৯।।

ব্রহ্মার আচরণের প্রতি হাস্যই উহার কারণ—

দৈবে ব্রহ্মা কামশরে হইলা মোহিত।
লজ্জা ছাড়ি কন্যা প্রতি করিলেন চিত।।৮০।।
তাহা দেখি হাসিলেন এই ছয় জন।
সেই দোষে অধঃপাত হৈল সেইক্ষণ।।৮১।।
মহান্তের কর্মেতে করিল উপহাস।
অসুরযোনিতে পাইলেন গর্ভবাস।।৮২।।

হিরণ্যকশিপুর জগতের দ্রোহ-নিমিত্ত অসুর-যোনিতে জন্মলাভ—

হিরণ্যকশিপু জগতের দ্রোহ করে।
দেব-দেহ ছাড়ি' জন্মিলেন তা'র ঘরে।।৮৩।।

ইন্দ্র-বজ্রাঘাতে উক্ত ছয়জনের বিবিধ দুঃখ—

তথায় ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে ছয়জন।
নানা দুঃখ যাতনায় পাইল মরণ।।৮৪।।

তাহাদিগকে যোগমায়া-কর্তৃক দেবকী-গর্ভে স্থাপন—

তবে যোগমায়া ধরি' আনি আরবার।
দেবকীর গর্ভে লৈঞা কৈলেন সঞ্চার।।৮৫।।

জন্মাবধি উক্ত ছয়জনের অশেষ দুঃখ ও মাতুল কংসের হস্তে নিধন-প্রাপ্তি—

ব্রহ্মারে যে হাসিলেন, সেই পাপ হৈতে।
সেই দেহে দুঃখ পাইলেন নানামতে।।৮৬।।
জন্ম হইতে অশেষপ্রকার যাতনায়।
ভাগিনা—তথাপি মারিলেন কংস-রায়।।৮৭।।
দেবকী এ সব গুপ্ত-রহস্য না জানে।
আপনার পুত্র বলি' তা'-সবারে গণে।।৮৮।।
সেই ছয় পুত্র জননীরে দিব দান।
সেই কার্য লাগি' আইলাঙ তোমা'-স্থান।।৮৯।।
দেবকীর স্তনপানে সেই ছয়জন।
শাপ হৈতে মুক্ত হইবেন সেইক্ষণ।।''৯০।।

তথ্য। ভাঃ ১০।৮৫ ৩৯----৪৬ দ্রষ্টব্য।।৫৬-৭৩।।

তথ্য। ভাঃ ৩।১২।২৮ দ্রষ্টব্য।।৮০।।

বৈষ্ণবের ব্যবহারে সিদ্ধ ব্যক্তিরও পরিহাসের ভীষণ ফল, অসিদ্ধ ব্যক্তির আর কা কথা ?—

প্রভু বলে,—"শুন শুন বলি মহাশয়!
বৈষ্ণবের কর্মেতে হাসিলে হেন হয়।।"৯১।।
সিদ্ধ-সবো পাইলেন এতেক যাতনা।
অসিদ্ধ-জনের দুঃখ কি কহিব সীমা।।৯২।।
যে দুষ্কৃতি জন বৈষ্ণবের নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম নিরবধি সে-ই দুঃখে মরে।।৯৩।
শুন বলি, এই শিক্ষা করাই তোমারে।
কভু পাছে নিন্দা-হাস্য কর বৈষ্ণবেরে।।৯৪।।

বৈষ্ণব-আরাধনা-ব্যতীত বিষ্ণুপূজার ছলনা নিষ্ফল—

মোর পূজা, মোর নামগ্রহণ যে করে।
মোর ভক্ত নিন্দে' যদি তারো বিঘ্ন ধরে।।৯৫।।

ভক্ত-সেবায়ই নিশ্চিতরূপে ভগবৎসেবা-প্রাপ্তি—

মোর ভক্তপ্রতি প্রেমভক্তি করে যে।
নিঃসংশয় বলিলাঙ মোরে পায় সে।।৯৬।।

প্রমাণ—

তথাহি বরাহপুরাণে—

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্তপরিচর্যারতাত্মনাম্।।৯৭।।

বৈষ্ণবপূজায় অনাদরকারী ও কেবল-বিষ্ণুপূজার ছলনাকারী দাম্ভিক মাত্র—

'মোর ভক্ত না পূজে, আমারে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক, নহে মোর প্রসাদের পাত্র।।'৯৮।।

প্রমাণ—

তথাহি–(হরিভক্তিসুধোদয়ে ১৩।৭৬)

অভ্যর্চয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ।।৯৯।।
"তুমি বলি মোর প্রিয় সেবক সর্বথা।
অতএব তোমারে কহিলুঁ গোপ্য-কথা।।"১০০।।
"শুনিঞা প্রভুর শিক্ষা বলি-মহাশয়।
অত্যন্ত আনন্দযুক্ত হইলা হৃদয়।।১০১।।
সেই ক্ষণে ছয় পুত্র আজ্ঞা শিরে ধরি'।
সম্মুখে দিলেন আনি' পুরস্কার করি'।।১০২।।
তবে রাম-কৃষ্ণ প্রভু লই ছয়জন।
জননীরে আনিঞা দিলেন ততক্ষণ।।১০৩।।
মৃতপুত্র দেখিয়া দেবকী সেইক্ষণে।
স্নেহে স্তন সবারে দিলেন হর্ষমনে।।১০৪।।

বিষ্ণুর উচ্ছিষ্ট স্তন-পানে উক্ত ছয়পুত্রের দিব্য-জ্ঞানোদয়—

ঈশ্বরের অবশেষ-স্তন করি' পান।
সেইক্ষণে সবার হইল দিব্যজ্ঞান।।১০৫।।

কামক্রোধাদির দাস হইয়া হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা-রহিত জনগণ বৈষ্ণবের নিন্দা করে, উহারা প্রতিজন্মেই বৈষ্ণবের বিদ্বেষ-ফলে সৌভাগ্যচ্যুত হইয়া পড়ে।।৯৩।।

অন্ত্য ৩য় অধ্যায়ের ৪৮৬ সংখ্যার অন্বয় ও অনুবাদ দ্রষ্টব্য।।৯৭।।

অন্বয়। যে গোবিন্দং অভ্যর্চয়িত্বা (আর্যঃ অভ্যর্চ্য পূজয়িত্বা) তদীয়ান্ (গোবিন্দভক্তান্) ন অর্চয়ন্তি তে দাম্ভিকাঃ (অহঙ্কারিণো জনাঃ ছলিনঃ বা) বিষ্ণোঃ (কৃষ্ণস্য) প্রসাদস্য (অনুগ্রহস্য) ভাজনং (পাত্রং) ন ভবন্তি।।৯৯।।

অনুবাদ। যাহারা শ্রীগোবিন্দের পূজা করিয়া সেই গোবিন্দের ভক্তগণের পূজা না করে, তাহারা দাম্ভিক----কখনই বিষ্ণুর কৃপার পাত্র নহে।।৯৯।।

যদিও কৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্বে দেবকীর স্তনপান অধিকার লাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তথাপি এক্ষণে কৃষ্ণ যে স্তন পান করিয়াছেন, সেই স্তনপানহেতু কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট সেবনফলে ব্রহ্মার তনয়গণ দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন। তখনই তাঁহারা ভগবৎপ্রপন্ন হইলেন। বৈষ্ণবগুরুকে উপহাস করায় তাঁহাদের যে দুর্গতি-লাভ হইয়াছিল, ভগবদুচ্ছিষ্টপানফলে তাঁহারা সেই দুর্গতি হইতে মুক্ত হইলেন। আপাতদর্শনে যে দুরাচার দৃষ্ট হয়, উহার তাৎপর্য অবগত না হইলে ভগবদ্ভক্তের চরণে অপরাধী হইতে হয়। আপাত-দর্শনের অমঙ্গলসমূহের কি উদ্দেশ্য তাহা জানিলে ঐরূপ অপরাধের যোগ্যতা অপসারিত হইয়া জীব বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার লাভ করেন।।১০৫।।

বিষ্ণুর চরণে প্রণতি—

দণ্ডবৎ হই সবে ঈশ্বর-চরণে।
পড়িলেন সাক্ষাতে দেখয়ে সর্বজনে।।১০৬।।

বিষ্ণুর কৃপা-দৃষ্টি ও উপদেশ—

তবে প্রভু কৃপাদৃষ্ট্যে সবারে চাহিয়া।
বলিতে লাগিলা প্রভু সদয় হইয়া।।১০৭।।
'চল চল দেবগণ, যাহ নিজ-বাস।
মহান্তের আর নাহি কর উপহাস।।১০৮।।
ঈশ্বরের শক্তি ব্রহ্মা—ঈশ্বর-সমান।
মন্দ কর্ম করিলেও মন্দ নহে তা'ন।।১০৯।।
তাহানে হাসিয়া এত পাইলে যাতনা।
হেন বুদ্ধি নাহি আর করিহ কামনা।।১১০।।
ব্রহ্মাস্থানে গিয়া মাগি' লহ অপরাধ।
তবে সবে চিত্তে পুনঃ পাইবা প্রসাদ।।'১১১।।
ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনি' সেই ছয় জন।
পরম-আদরে আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ।।১১২।।
পিতা-মাতা-রাম-কৃষ্ণ-পদে নমস্করি'।
চলিলেন সর্বদেবগণ নিজ-পুরী।।১১৩।।

বিপ্রের প্রতি মহাপ্রভুর ভাগবত-কথা-কীর্তন-দ্বারা নিত্যানন্দ-প্রতি সন্দেহ-পরিত্যাগে উপদেশ—

"কহিলাঙ এই বিপ্র, ভাগবত-কথা।
নিত্যানন্দ-প্রতি দ্বিধা ছাড়হ সর্বথা।।১১৪।।
নিত্যানন্দস্বরূপ—পরম অধিকারী।
অল্প ভাগ্যে তাহানে জানিতে নাহি পারি।।১১৫।।
অলৌকিক-চেষ্টা যে বা কিছু দেখ তা'ন।
তাহাতেও আদর করিলে পাই ত্রাণ।।১১৬।।
পতিতের ত্রাণ লাগি' তাঁর অবতার।
যাঁহা হৈতে সর্বজীব হইবে উদ্ধার।।১১৭।।

বিধিনিষেধাতীত অচিন্ত্য-চরিত্র নিত্যানন্দের নিন্দা অজ্ঞতাক্রমে হইলেও বিষ্ণু-ভক্তিতে অধিকার-প্রাপ্ত ব্যক্তির পর্যন্ত তাহা হইতে চিরবঞ্চিত হইতে হয়—

তাঁহার আচার—বিধি-নিষেধের পার।
তাঁহারে জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার।।১১৮।।
না বুঝিয়া নিন্দে' তাঁ'র চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তা'র বাধ।।১১৯।।

বিপ্রকে নবদ্বীপে গমনপূর্বক এই সকল উপদেশ সকলের নিকট কীর্তনার্থ আদেশ-দ্বারা প্রভুর লোক-সমূহকে নিত্যানন্দ চরণে মহাপরাধ হইতে রক্ষা—

চল বিপ্র, তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে যাও।
এই কথা কহি' তুমি সবারে বুঝাও।।১২০।।
পাছে তাঁ'রে কেহ কোনরূপে নিন্দা করে।
তবে আর রক্ষা তা'ন নাহি যম-ঘরে।।১২১।।

নিত্যানন্দ-প্রীতিতেই গৌরপ্রীতি—

যে তাঁহারে প্রীতি করে, সে করে আমারে।
সত্য সত্য সত্য বিপ্র, কহিল তোমারে।।১২২।।

সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বলদেব-নিত্যানন্দ—

মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে।।"১২৩।।

তথ্য। ভাঃ ১০।৮৫।৪৭—-৫৮ দ্রষ্টব্য।। ৭৪-১১৩।।

মূঢ় জনগণ আকর-বিষ্ণুবস্তু শ্রীনিত্যানন্দকে বুঝিতে না পারিয়া তাহাদের ন্যায় কর্মফলবাধ্য জীব-জ্ঞানে বিচার করিতে গিয়া নরকের পথে অগ্রসর হয়। "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ" প্রভৃতি শ্লোক-কথিত অপরাধসমূহের ফলে বিষ্ণুবস্তুকে অপর সমজাতীয় বস্তুর সহিত সম-দর্শনে প্রতীত হইলে দ্রষ্টার নরকগমন অবশ্যম্ভাবী। অহঙ্কারবিমূঢ় ব্যক্তি আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে প্রতারিত হইয়া আপাত সমদর্শনাবলম্বনে নিজের সর্বনাশ করিয়া থাকে। তারফলে গোপীনাথের পাদপদ্ম বিচ্যুত হইয়া, আলোয়ারনাথের পাদপদ্ম-সেবা পর্যন্ত হারাইয়া ফলে। আলোয়ারনাথের সেবা-সৌভাগ্য নষ্ট হইলে জীবের পঞ্চোপাসকের জগন্নাথোপাসনা আরম্ভ হয় এবং জগন্নাথের উপাসনা করিতে করিতে ভুবনেশ্বরের উপাসনায় মনোনিবেশ করে, পরে ভক্তাধিরাজ ভুবনেশ্বরের শ্রীচরণে অপরাধী হইয়া জীবের পুণ্যকর্মে প্রবৃত্তি লাভ ঘটে। তৎফলে যাজপুরে বৈতরণী স্নানে কর্মকাণ্ডানুষ্ঠানস্পৃহা সম্বর্ধিত হয়। পুণ্যকর্মচ্যুত হইয়া কুকর্মকারী হইলেই জীব অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হয় এবং কর্তৃত্বাভিমান তাহাকে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত

তথাহি শ্রীমুখকৃত-শিক্ষাশ্লোকঃ—

গৃহ্ণীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্ বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মাণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজম্।।১২৪।।

বিপ্রের সংশয়-মোচন ও নিত্যানন্দ-চরণে বিশ্বাস—

শুনিঞা প্রভুর বাক্য সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
পরম আনন্দযুক্ত হইল তখন।।১২৫।।
নিত্যানন্দ প্রতি বড় জন্মিল বিশ্বাস।
তবে আইলেন বিপ্র নবদ্বীপ-বাস।।১২৬।।

বিপ্রের নবদ্বীপে আগমন ও নিত্যানন্দ-চরণে ক্ষমা-ভিক্ষা ও নিত্যানন্দের প্রসন্নতা—

সেই ভাগ্যবন্ত বিপ্র আসি' নবদ্বীপে।
সর্বাদ্যে আইলা নিত্যানন্দের সমীপে।।১২৭।।
অকৈতবে কহিলেন নিজ অপরাধ।
প্রভুও শুনিঞা তাঁ'রে করিলা প্রসাদ।।১২৮।।

বেদগুহ্য ও লোকবাহ্য অভিন্ন-বলদেব নিত্যানন্দের চরিত্র চৈতন্যকৃপা-ব্যতীত দুরবগাহ—

হেন নিত্যানন্দ স্বরূপের ব্যবহার।
বেদ-গুহ্য লোকবাহ্য যাঁহার আচার।।১২৯।।
পরমার্থে নিত্যানন্দ—পরম যোগেন্দ্র।
যাঁ'রে কহি—আদিদেব ধরণীধরেন্দ্র।।১৩০।।
সহস্র বদন নিত্য-শুদ্ধ-কলেবর।
চৈতন্যের কৃপা বিনা জানিতে দুষ্কর।।১৩১।।

বিভিন্ন ভূমিকা হইতে নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে বিভিন্ন উক্তি—

কেহ বলে,—"নিত্যানন্দ যেন বলরাম।"
কেহ বলে,—"চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম।।"১৩২।।
কেহ বলে,—"মহাতেজী অংশ অধিকারী।"
কেহ বলে,—"কোনরূপ বুঝিতে না পারি।।"১৩৩।।
কিবা জীব নিত্যানন্দ, কিবা ভক্তজ্ঞানী।
যাঁ'র যেন মত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি।।১৩৪।।

কিন্তু নিত্যানন্দই নিত্য-জগদ্‌গুরু—

যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তা'ন পাদপদ্ম মোর রহুক হৃদয়ে।।১৩৫।।
'সে আমার প্রভু, আমি জন্ম জন্ম দাস।
সবার চরণে মোর এই অভিলাষ।।১৩৬।।

নিত্যানন্দ-নিন্দকের প্রতি নিত্যানন্দ-ভৃত্যের অহৈতুক-কৃপা—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে।।১৩৭।।

গুরু-সেবকের ভরসা ও অভিলাষ—

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর।।১৩৮।।

করায়। অপরাধ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া শ্রীগোপীনাথের পাদপদ্ম-শোভার দর্শনে বৈমুখ্য জন্মে। সুতরাং "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" এই শ্রুতির ব্যাখ্যা যাহারা আলোচনা করেন নাই, তাহাদিগেরই দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপাব্যতীত জীবের কোন মঙ্গলই হইতে পারে না। নিজ-চেষ্টাদ্বারা আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে বলী হইয়া বলদেবের সেবা-রহিত হইলে জীব কৃষ্ণ-সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না।।১১৮।।

শ্রীগুরুবৈষ্ণব-চরণে যাঁহার প্রেমাধিক্য, তিনিই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের চরণে প্রীতিরহিত ব্যক্তির কৃষ্ণপ্রসাদ লাভ করা সম্ভবপর নহে। মানবপ্রেম ও বদ্ধজীবসেবা কখনও ভগবানের প্রেম আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা-প্রভাবেই জীবের বদ্ধজ্ঞান অপসারিত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম মন্ত্র দিয়া যে কৃষ্ণসম্বন্ধ-জ্ঞান বদ্ধজীবগণের কর্ণে প্রদান করেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে প্রীতিসম্পন্ন হইয়া নিত্য সেবা বিধান করেন। জড়ের ভোগময় আপেক্ষিকতা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। গুরুব্রুবের সম্বন্ধে বা ভগবানের সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণাকে মূল আশ্রয় জ্ঞান করিয়া দুষ্কৃতিসম্পন্নের যে রুচি উৎপন্ন হয়, সেই রুচি নিত্য সত্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও বিবর্তমাত্র। তজ্জন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের ত্রিসত্য বাক্য। কপট গুরুব্রুব যদি ভগবানের এই শিক্ষা বিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়া নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের উপায় নির্ধারণ করে, তাহা হইলে সেই গুরুব্রুব শিষ্যগণ-সহ অনন্ত নরকে পতিত হয় এবং উহা হইতে উভয়েই আর ফিরিয়া আসে না।।১২২-২৩।।

হেন দিন হইবে কি চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দিগে ভক্তবৃন্দ।।১৩৯।।
জয় জয় জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র।
দিলাও মিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ।।১৪০।।
তথাপিহ এই কৃপা কর 'গৌরহরি।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে যেন তোমা' না পাসরি।।১৪১।।

নিত্যসেবা বা দাস্য-প্রার্থনা—

যথা যথা তুমি দুই কর' অবতার।
তথা তথা দাস্যে মোর হউ অধিকার।।১৪২।।

উপসংহার—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।১৪৩।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে নিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য বর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়। (নিত্যানন্দঃ) যবনীপাণিং (যবনীকরং) যদি গৃহ্নীয়াৎ (যদি যবনীম্ উদ্‌বাহেত) শৌণ্ডিকালয়ং (মদ্যবিক্রয়িনঃ গৃহং) (যদি) বা বিশেৎ (প্রবিশেৎ) তথাপি নিত্যানন্দপদাম্বুজং (নিত্যানন্দস্য পদ-কমলং ব্রহ্মাণঃ (জগৎস্রষ্টুঃ) বন্দ্যম্ (সেব্যম্)।।১২৪।।

অনুবাদ। শ্রীনিত্যানন্দ যবনীর পাণিই গ্রহণ করুন অথবা শৌণ্ডিকালয়েই প্রবেশ করুন, তথাপি তাঁহার শ্রীচরণকমল ব্রহ্মার বন্দনীয়।।১২৪।।

তথ্য। ন সহন্তে সতাং নিন্দামপি সর্বসহিষ্ণবঃ। কাময়ন্তে ন কিমপি সদা দাস্যাভিলাষিণঃ।। (হরিভক্তিকল্পলতিকা ২।৪৬) ভবদ্দাস্যে কামঃ ক্রুধপি তব নিন্দাকৃতিজনেত্বদুচ্ছিষ্টে লোভো যদি ভবতি মোহো ভবতি চ। তদীয়ত্বে মানস্তব চরণপাথোজমধুনা মনশ্চেদস্মাভির্নিয়তষড়মিত্রৈরপি জিতম্।। (হরিভক্তিকল্পলতিকা—৩।১৫)।।১৩৭।।

শ্রীগুরুতত্ত্ব নিত্যানন্দ; সেই কৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহকে যে পাষণ্ডী বিদ্বেষবুদ্ধিতে গ্রহণ করে, সেই পাষণ্ডীর সঙ্গিগণের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখা ভগবদ্ভক্তের কর্তব্য নহে। অসৎ-সঙ্গ-প্রভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সেবাধিকার শ্লথ হইয়া পড়ে, সুতরাং শ্রীগৌরসুন্দরের ঐকান্তিক নিত্যসেবক ও শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্ন-কলেবর শ্রীগুরুদেবের স্মৃতি যাহাতে বিপর্যস্ত না হয়, তদ্রূপ বিচারে ইহকালে ও পরকালে অবস্থিত হওয়া আবশ্যক। যাহারা পরমার্থকে প্রাকৃত প্রয়োজনে পরিণত করে, তাহারা ভোগের দাস, ভক্ত নহে। ভক্তব্রুব ও ভক্ত—সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মবিশিষ্ট। তজ্জন্য অসৎসঙ্গিগণকে পরমার্থ-সম্মিলনের সদস্য জ্ঞান করা—ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা। সর্বনাশ উপস্থিত হইলে জীব পরমার্থ বঞ্চিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দকে ও তদভিন্নপ্রকাশ শ্রীগুরুদেবকে পৃথক্ জ্ঞান করে। তাহাদের গৌরসুন্দরের সেবা লাভ কখনও হয় না, তাহারা নিত্যকাল গুরুদ্রোহী হইয়া দুর্ভোগী হইয়া পড়ে।

অধুনাতন শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিরোধী কৈতবপূর্ণ ভক্তব্রুব-সম্প্রদায় যে পথে চলিতেছেন, তদ্দ্বারা তাহারা অমঙ্গল আবাহন করিবেন। তজ্জন্য ভক্তগণ তাহাদের ভাবী অমঙ্গল দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত।।১৪১।।

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।